

সংক্ষিপ্ত গুরু পূজা পদ্ধতি

যে কোন পূজা সংক্ষিপ্ত ভাবে করতে গেলেও কমপক্ষে সর্বপ্রথমই নম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সর্ব পূজা বধিরি জন্য প্রযোজ্য, তাই সর্বপ্রথমই নম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি প্রত্যেকে শিখে রাখা অতি প্রয়োজন।

আচমন :- কৌশাকুশি থেকে কুশি সাহায্যে জল নিয়ে সেই জল বাম হাতের তালুতে ধারণ করে - ডান হাতের মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ একসঙ্গে স্পর্শ করে বাম হাতের তালু থেকে জল নিয়ে মুখে প্রথমে তিনবার জলরে ছটি দেবে। তারপর হাত ধুয়ে মুখ মুছে হাত জোড় করে আচমন মন্ত্র বলবে।

“ওঁ বসিণু- ওঁ বসিণ- ওঁ বসিণু- ওঁ তদ্ বসিণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তিসুরয় দবিবি চক্ষু রাততম ॥”

পরে হাত জোড় করে :- ওঁ শঙ্খ চক্র ধরং বসিণু দ্বভিজং পীতবাসম্ ॥
তারপর আবার হাত জোড় করে :-

“ওঁ নমঃ অপবিত্রি পবিত্রিবা সর্বাবস্থাং গতৌ হপবি

যঃ স্মরণে পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরং শুচি ॥”

গন্ধাদরি অর্চনা :- “এতভ্যো গন্ধাদভিষ নমঃ”

[এই মন্ত্র পাঠ করে কৌশার ওপর ফুল বলে পাতা চন্দন নিয়ে সমস্ত উপাচারে তিনবার জলরে ছটি দেবে]

সূর্যার্ঘ্য :- [কুশীর মধ্যদে দুর্বা , চন্দন, পুষ্প , জল, ফুল, বলেপাতা দুহাতে ধরিয়া বলবে]

“ওঁ নমঃ ব্রহ্মস্বতঃ ব্রহ্মনঃ ভাস্বতঃ বসিণ তজসে জগৎ সবিত্রি সূচয়ঃ সবিত্রি কৰ্মদায়নি ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ নমঃ ভগবতঃ সূর্যায় নমঃ ॥”

জল তাম্র পাত্রের ফলে দিয়ে হাতজোড় করে বলো

“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতমি ধন্তারমি সর্বপাপঘনং প্রনতোহস্মি দিবাকরম ॥ ”

জল শুদ্ধি :- [একটি ত্রিকোণমন্ডল আকিয়া তার ওপর চতুষ্কোণ একে কৌশায় জল ভরিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা করিয়া বলো] -

“ওঁ গঙ্গে চ যমুন চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদে সিন্ধু কাবরী জলে হস্মনি সন্নিধিং কুরু ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করার পর জল স্পর্শ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র 10বার জপ করবে ॥

(এরপর 10বার গায়ত্রী মন্ত্র)

আসন শুদ্ধি :- [আসনের নীচে ত্রিকোণমন্ডল আঁকিয়া তার উপর একটি ফুল দিয়া বলবে]

“ওঁ আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ”

আসনে যখনে ফুল দেওয়া হয়েছে সেখানে ধরে বলবে -

“ ওঁ আসন মন্ত্রস্য মরুপুষ্ট ঋষিঃ সূতলং চান্দ কুম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বনিষিগে ” -

“ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা তঞ্চ ধারয় মং নতিয়ং পবিত্রং করু আসনম ॥”

তারপর হাত জোড় করে বামদিকে ঝুঁকবে বলো - ওঁ গুরুবে নমঃ , ডানদিকে ঝুঁকবে বলো - ওঁ গণেশায় নমঃ, মাথার ওপর হাত রেখে বলো - ওঁ ব্রহ্মনঃ নমঃ, নীচের

দকি হাত জোড় করে বলো - ওঁ অন্ততায় নমঃ , বুকরে মাঝে হাত জোড় করে বলো - ওঁ নারায়নায় নমঃ- ওঁ সত্য নারায়নায় নমঃ

পুষ্প শুদ্ধি :- পুষ্প পাত্রের উপর হাত রেখে বলো -

“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্প পুষ্প সম্ভবে পুষ্প চয়াবকর্ষিনে চ ওঁ ফট স্বহা ||”

কর শুদ্ধি :- একটির ক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া " ওঁ " মন্ত্রে কর দ্বারা পষণ করিয়া " হুঁসটো " মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণে ফলেবো।

অঙ্গন্যস ক্রম:- আং হৃদয়ায় নমঃ |

ঈং শরিসে স্বহাঃ |

উং শখিয়ে বষট্ |

ঐং কবচায় হুং |

ওঁ নত্রেভ্যং বষট্

আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ |

করন্যাস :- আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যং নমঃ

ঈং তর্জনীভ্যং স্বহা

উং মধ্যমাভ্যং বষট্

ঐং অনামিকাভ্যং হুং

ওঁ কনিষ্ঠাভ্যং বষট্

আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ ||

[তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বামহস্তে তলদেশে করতল ধ্বনিকরবি]

দ্বারদেবতার পূজা :- পুষ্প নিয়ে " এতে গন্ধপুষ্প ওঁ দ্বারদেবতাভ্যং " বলিয়া পুষ্প দ্বারে ফলেতি হবো ।

ভূতাপসারন :- এই মন্ত্র বলবার সময় আতপ চাল মাথার চারদিকে ছটাইবো এবং নচিরে মন্ত্র বলবি।

" ওঁ অপসরপ্নতু য়ে ভূতা য়ে ভূতা ভূমিসংস্থতি য়ে ভূতা বহ্নি কর্তারস্তে নাশ্যন্তু শবিজ্ঞয়া । "

[এরপর মস্তকরে উপর তনিবার 'ফট ' মন্ত্র বলবে করতালদিয়া ভূত অপসারন ও তুড়ি দ্বারা দশ দকি বন্ধন করবি।]

চন্দন লপ্ত করিয়া একটা একটা করে সাদা দুর্গা পুষ্প নিয়ে নচিরে প্রতটি মন্ত্র প্রতবার বলে পূজার তামার পাত্রে দাও:-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গনশোয নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্যায় নমঃ

(সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা

পুষ্প দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায় নমঃ

(সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা

পুষ্প দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বসিণু দেবোয নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে তুলসীপত্র দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শবায় নমঃ

(বলেপত্র এর সঙ্গে ধূতরা ফুল দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুবে নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহভ্য নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদকি পালভ্য নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্য দেবেভ্য নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্য দেবীভ্য নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষ দবোয. নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতায. নমঃ

{ বিশেষে নরিদশে:- এবার মূল যে দেবতার পূজা করা হবে তার মন্ত্র বলবে নচিরে পূজা করতে হবে।----- প্রতটি দিবে/দেবীর পূজা এই সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতিতে পূজা করা যাবে কিন্তু এই নচিরে উপাচার পূজা একমাত্র মূল যে দেব/দেবীর পূজা করা হবে -সক্ষেত্রে সেই দেব বা দেবীর মন্ত্র বলতে হবে বাকিপদ্ধতি সব একই থাকবে ।)

শ্রীগুরুদেবের মূল উপাচার পূজা :- (গুরুপূজা) [তিনি বার গুরু গায়ত্রী মন্ত্র জপ] (যে দেবতার পূজা করা হবে সেই দেবতার গায়ত্রী বলতে হবে গায়ত্রী জানা না থাকলে সেই দেবতার মন্ত্র বলতে হবে যমেন এক্ষেত্রে “ওঁ গুরুবে নমঃ”)

" এতদ্ পাদ্যং ওঁ গুরুবে নমঃ । " (পাত্রে একটু জল দিবে)

" ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ গুরুবে নমঃ । " (শঙ্খ এ জল নিয়ে আরতির মত করে দেখাবে)

" ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ গুরুবে নমঃ । " (পাত্রে একটু জল দেবে)

"এস মধুপর্ক ওঁ গুরুবে নমঃ । " (দধি, ঘী, মধু জল পাত্রে দাও -না থাকলে চন্দন জল পাত্রে দাও)

(নচিরে মন্ত্র গুলি পাঠ করতি করতি দুধ বা জল দ্বারা শবিলিঙগকে স্নান করাইতে করাইতে উচ্চারণ করবে)

" এতদ্ স্নানীয় জলং ওঁ গুরুবে নমঃ" । (তিনিবার মন্ত্র বলে পাত্রে 3 বার জল দাও)

তারপর পুনরায:-----

এষ গন্ধ ওঁ গুরুবে নমঃ

(পাত্রে চন্দনের ছটি দেবে)

গুরু পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র:- মন্থাং শ্রী জগন্নাথো মদ গুরুঃ শ্রী জগদ্ গুরুঃ, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ- এতদ্ পুষ্পং ওঁ গুরুবে নমঃ । (এই মন্ত্র বলে - পাত্রে 3 বার পুষ্প দাও) ||

এরপর হাত জোড় করে প্রণাম এর মতন করে বল:- গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ গুরুদেবে পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

এষ ধূপ ওঁ গুরুবে নমঃ (পাত্রে / গুরুর প্রতচ্ছবিসামনে আরতির মত করে কমপক্ষে 3 বার ধূপ দেখাবে)

এষ দীপ ওঁ গুরুবে নমঃ (পাত্রে / গুরুর প্রতচ্ছবিসামনে আরতির মত করে কমপক্ষে 3 বার দীপ দেখাবে)

ভোগ নবিদেন :-

ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নমঃ

(ভোগ থালায় উপর জলের ছটি দাও)

এতে গন্ধপুষ্প ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নমঃ (নবৈদ্য উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতপস্তরন মসিস্বহা

(তাম্রপাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয় জলং ওঁ গুরুবে নমঃ

(তাম্রপাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ গুরুবে নমঃ (গ্লাসে খাবার জল দাও এবং দশবার “ওঁ” মন্ত্র জপ কর)

এষ সোপকরন ফলং মষিটিনবৈদ্যং পঞ্চ প্রনয় স্বহা ওঁ নমঃ গুরুদেবোয.

নবিদেয়ামি। (এবার হাতে গ্লাসের মত করে কোথা থেকে কুশীতে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে জল দেবে)

তারপর দরজা বন্ধ করে বাইরে যেতে হবে অথবা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে

থাকতে হবে এবং মনে মনে “ওঁ” মন্ত্র জপ করা উচিত - তারপর পুনরায় চোখ খুলে
বা ওই ঘরে প্রবেশ করে নচিরে পদ্ধতিটুকিরতে হয়.

ইদম্ পুনরাচমনীয়ং জলং ওঁ গুরুবে নমঃ (তাম্রপাত্রে জল দাও)

এরপর সমস্ত ধ্যানমন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র ,স্তোত্র , শ্লোক পাঠ করে, প্রণাম
করে গুরু পূজা শেষ করবি।

গুরুর ধ্যানমন্ত্র:-

ধ্যায়চ্ছেরিসি শূক্লাব্জং দ্বনিএং বভ্রিজং গুরুম্ ||

শ্বতোশ্বরপরধিানং শ্বতেমাল্যনুলপেনম্ |

বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বগ্রহম্ ||

বামনোৎপলধারনিয়া শক্ত্যালঙ্গতি - বগ্রহম্ |

স্মরোননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ||

ওঁ গুরুবে নমঃ || (তারপর 3 বার গুরু গায়িত্রী)

তারপর নীচরে মন্ত্র পাঠ করতি করেতি জোড় হাতে প্রণাম করবি।

ওঁ অখন্ড মঙ্গলকারং ব্যাপ্তং যনে চরাচরম্ |

তৎ পদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

অজ্ঞান তমিরিন্ধস্য জানাৎ জনশলাকয়া |

চক্ষুরুন্মীলতিং যনে তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ |

গুরুদেবে পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যনে কৃৎসনং চরাচরম্ |

তৎপদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ||

চন্দ্ৰী রূপনে পরবি্যাপ্ত ত্রলৈকং সচরাচরম্ |

তৎ পদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

সর্ব শ্রুতি শিরোরত্ন- সমুদ্ভাসতিমূর্ত্তয়ৈ |

বদোন্তাস্বজ - সূর্য্যায়, তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ||

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমা তীতং নরিঞ্জনম্ |

বিন্দুনাদকলাতীত তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

জ্ঞানশক্তিসিরূঢ়স্তত্ত্বমালা বভ্রিষতিঃ |

ভুক্তি মুক্তি প্রদাতা চ তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

অনকেজন্মসম্প্রাপ্ত - কর্ম্ম বন্ধবিদাহিনে |

আত্মজ্ঞানাগ্নিদিননে তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

শোষণং ভবসন্ধিশ্চ প্রাপনং সারসম্পদঃ |

যস্য পাদদোকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

ন গুরোর ধিকিং তত্ত্বং ন গুরোর ধিকিং তপঃ |

তত্ত্ব জ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

মন্নাথঃ শ্রী জগন্নাথে মদ্ গুরুঃ শ্রী জগদ্ গুরুঃ |

মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

গুরুরাদনিদিশ্চ গুরু পরমদৈবতম্ |

গুরোঃ পরতং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ||

ওঁ শ্রী গুরুবে নমঃ ওঁ শ্রী গুরুবে নমঃ ওঁ শ্রী গুরুবে নমঃ

গুরু প্রণাম মন্ত্র:- ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কবেলং জ্ঞানমূর্ত্তমি |

দ্বন্দ্বতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যা দলিক্ষ্যম্ ||

একং নতিযং বমিলমচলং সৰ্ববধীসাক্ষীভূতম্ ।
ভাবাতীতং ত্ৰগুনরহতিং সদগুরুং তং নমাম্যহমা ॥
ওঁ শ্ৰী গুরুবে নমঃ ওঁ শ্ৰী গুরুবে নমঃ ওঁ শ্ৰী গুরুবে নমঃ ॥ (জোড়
হাতে প্ৰনাম করতে করতে বল)
[এরপর দুহাতে করে ধরে ভোগ থালা ও জল পাত্র নাড়া দাও]
ওঁ গুরুবে নমঃ [দশবার মন্ত্র জপ]
শেষে সাষ্টাঙ্গ প্ৰণাম করে তনুবার শঙ্খধ্বনি করবে
সংক্ষিপ্ত গুরু পূজা পদ্ধতি এখানই সমাপ্ত

